(রামাদানে সিয়াম-নির্দেশিকা)

رَمَضَان كَرِيم

মুহাম্মাদ জিহাদুল ইসলাম

রামাদান ম্যানুয়াল

(রামাদানে সিয়াম-নির্দেশিকা)

সংকলন

মুহাম্মাদ জিহাদুল ইসলাম

আলিম, অনুবাদক, সম্পাদক

তত্ত্বাবধান ও ফিকহি মাসায়িল সত্যায়ন

মুফতি ইনামুল হাসান

তাকমিল ফিল হাদিস, দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত

মুশরিফ, ইফতা বিভাগ, ইদ্রিস আলী বিশ্বাস ইসলামিয়া মাদরাসা, আল্লারদর্গা, কুষ্টিয়া

তাজকিয়া

পাবলিকেশন

সূচীপত্র

সংকলকের আরজ

وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ،

রামাদান ম্যানুয়াল; সিয়াম নির্দেশিকা—একটি রামাদান বিষয়ক গাইড বুক। ইসলামের বুনিয়াদি পাঁচটি রুকনের একটি এই সিয়াম। যা প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক-সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন ব্যক্তির ওপর ফরজ। শরিয়তের বিধান হলো, যে ইবাদাত ফরজ, সে সংক্রান্ত জ্ঞানার্জন করাও ফরজ।

কয়েকজন দ্বীনি ভাই-বন্ধু কুরআন-হাদিসের আলোকে ইসলামের বিভিন্ন ইবাদাত সংক্রান্ত সহিহ মতামত জানতে বরাবরই আগ্রহ প্রকাশ করেছে। যারা মৌলিক গ্রন্থ পড়তে সক্ষম নয় বা বিস্তারিত জানার সুযোগ নেই। আবার আমাদের জেনারেল পড়ুয়া অনেকেরই সহিহ শুদ্ধভাবে আমল করার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বিশুদ্ধ দিক-নির্দেশনা মূলক পুস্তিকা হাতের নাগালে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

এসব কথা চিন্তা করে রব্বে কারিমের অনুগ্রহের তামান্না বুকে নিয়ে পূর্বসূরি আলিমগণের অনুকরণে বছরের ইবাদাতের পর্বগুলো পৃথক পৃথকভাবে পুস্তিকাকারে প্রকাশের মনস্থ করি। ইতোমধ্যে তাজকিয়া পাবলিকেশনের মুহতারাম প্রকাশক মুফতি আসআদ আলী ভাইয়ের সাথে আলোচনা করলে প্রস্তাবনাটি তিনিও সাদরে বরণ করেন ও উৎসাহ দেন।

কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সংক্ষিপ্ত এই পুস্তিকাতে আলোচিত মাসআলা মাসায়েলে হাদিস বা ফিকহি গ্রন্থের দলিল-প্রমাণ উল্লেখ সীমিত করা হয়েছে। এর অর্থ মোটেও এমন নয়—'এসবের কোনো ভিত্তি নেই বা এসব জনশ্রুতি বা ব্যক্তিমত বিশেষ'; বরং একাধিক অভিজ্ঞ মুফতির সম্পাদনায় মাসআলাগুলো সত্যায়ন করা হয়েছে। বিস্তারিত দলিল আমাদের সংগ্রহে আছে।

এই পুস্তিকারর মাসআলা-মাসায়িলের সিংগভাগ *আল-মাউসুআতু ফিকহিয়্যা আল-কুআইতিয়া* [ফতোয়া বোর্ড, কুয়েত], *বেহেশ্‌তি জেওর* [ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা] ও *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম* [ইফাবা প্রকাশিত] থেকে নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য কন্টেন্ট সাজাতেও হাতের নাগালে প্রাপ্ত অসংখ্য বইয়ের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। সম্মানিত পাঠকদের কোনো মাসআলা বুঝতে অসুবিধা হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। অথবা নিকটস্থ অভিজ্ঞ মুফতির শরণাপন্ন হওয়ার অনুরোধ জানানো হলো।

আল্লাহ তাআলা আমাদের রামাদানকে কল্যাণময়, প্রাণবন্ত ও বরকতময় করেন। সুস্থ শরীরে, বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে সকল ইবাদাত সম্পাদনের তাউফিক দান করেন। আমাদের আত্মীয়স্বজন, পাড়া-পড়শি যারা রবের জিম্মায় চলে গেছেন তাদের কবরগুলো জান্নাতের পানি দ্বারা সিঞ্চিত করেন। জান্নাতি ফুলের সুবাসে সুরোভিত করেন।

দুআর মুহতাজ

মুহাম্মাদ জিহাদুল ইসলাম বিন খন্দকার ফিরোজ শাহ্
jihadulislam66@gmail.com

প্রথম অধ্যায়

কুরআনের আলোকে সাউম

মহান আল্লাহ বলেন—

> يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
>
> মুমিনগণ, তোমাদের ওপর সাউম ফরজ করা হয়েছে। যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।[১]

হাদিসের আলোকে সাউম

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন—

> بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ، عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ
>
> ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি, ১. এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া—আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই। ২. সালাত আদায় করা, ৩. জাকাত প্রদান করা, ৪. রামাদানে সিয়াম পালন করা ও ৫. হজ্জ সম্পাদন করা।[২]

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৩

[২] *সহিহ বুখারি*, হাদিস-সংখ্যা : ০৮; *জামি তিরমিজি*, হাদিস-সংখ্যা : ২৬০৯

উম্মাহর সকল আলিম এ-বিষয়ে একমত, রামাদানের সিয়াম সুস্থমস্তিস্ক-সম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক, সকল মুসলিমের ওপর ফরজ।

রামাদানের ফজিলত

কি বিরাট সংবাদ!

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; তিনি বলতেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ
>
> রামাদান উপস্থিত হলে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় আর শয়তানগুলোকে শিকলবন্দী করে দেওয়া হয়।[৩]

সিয়াম পালকারীর সুসংবাদ

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> আল্লাহ তাআলা বলেছেন, সিয়াম ব্যতীত আদম-সন্তানের প্রতিটি কাজই তাঁর নিজের জন্য, কিন্তু সিয়াম আমার জন্য। তাই আমি (নিজে) এর প্রতিদান দেব। সিয়াম ঢালস্বরূপ। তোমাদের কেউ যেন সিয়াম পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন সায়িম (রোজাদার)। যার কবজায় মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর শপথ! অবশ্যই সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিস্কের গন্ধের চাইতেও সুগন্ধি। সায়িমের জন্য রয়েছে দু'টি খুশি, যা তাঁকে খুশি করে। যখন সে

---

[৩] *সহিহ বুখারি*, হাদিস সংখ্যা ১৮৯৯

ইফতার করে, সে খুশি হয় এবং যখন সে তাঁর রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সাউমের বিনিময়ে আনন্দিত হবে।[৪]

রায়্যান-তোরণে সংবর্ধনা

সাহল রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ
>
> জান্নাতের রাইয়্যান নামক একটি তোরণ আছে। এ তোরণ দিয়ে কিয়ামতের দিন সাউম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের ব্যতীত আর কেউ এ তোরণ দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেওয়া হবে, সাউম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তারা ব্যতীত আর কেউ এ তোরণ দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই তোরণ বন্ধ করে দেওয়া হবে। যাতে করে এ তোরণ দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে।[৫]

রামাদান : হয় জয়ের, না হয় ক্ষয়ের

রামাদান জান্নাত অর্জনের মাস, গুনাহ থেকে মুক্তিলাভের মাস। হেলায়-খেলায়-অলসতায় যদি এ-মাস কেটে যায় তার জীবনে দুর্ভোগের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। নবীজির হাদিস থেকে আমরা এমন সতর্ক বাণী দেখতে পাই।

কাব ইবনু উজরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার বললেন—

> তোমরা মিম্বার নিয়ে আসো, ফলে আমরা মিম্বার নিয়ে আসলাম। যখন তিনি মিম্বারের প্রথম সিঁড়িতে উঠলেন, বললেন, 'আমিন'। দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠে আবার বললেন, 'আমিন'। অনুরূপভাবে তৃতীয় সিঁড়িতে উঠে বললেন, 'আমিন'। তিনি মিম্বার থেকে

---

[৪] *সহিহ বুখারি*, হাদিস সংখ্যা ১৯০৪

[৫] *সহিহ বুখারি*, হাদিস সংখ্যা ১৮৯৬

> নেমে আসলে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার কাছে আমরা আজ যা শুনলাম, ইতিপূর্বে কখনো এরূপ শুনি নি।' তিনি বললেন, জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমার কাছে আসলেন, তিনি বললেন, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক যে রামাদান পেল অথচ নিজের গুনাহ মাফ করাতে পারল না, আমি বললাম, আমিন। আমি যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠলাম জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক যার কাছে আপনার নাম উল্লেখ করা হলো অথচ সে আপনার ওপর দুরুদ ও সালাম পেশ করল না। আমি বললাম, আমিন। আবার আমি যখন তৃতীয় সিঁড়িতে উঠলাম তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক যে বৃদ্ধ অবস্থায় তার পিতামাতা দু'জনকে বা একজনকে পেল অথচ তাদের সেবা যত্ন করে জান্নাতে যেতে পারল না। আমি বললাম, আমিন।[৬]

সুতরাং নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে ইবাদাতমুখর রামাদান কাটাতে নিজে প্রস্তুত হই, পরিবার-পরিজন, আশপাশের পরিবেশকে প্রস্তুত করি।

---

[৬] *আত-তারিখুল কাবির,* ইমাম বুখারি ৭/২২০, *মুসতাদরাক আল-হাকিম,* খণ্ড : ২, আয়াত : ২৫৬; *শুআবুল ঈমান,* ইমাম বাইহাকি, হাদিস-সংখ্যা : ১৫৭২। হাফিজ সাখাবি বলেন, বর্ণনাকারী সকলে নির্ভরযোগ্য। *আল-কাউলুল বাদি,* ২০৭; শাইখ আলবানি বলেন, হাদিসটি সহিহ লি-গাইরিহি'। *সহিহ আত-তারগিব,* ক্রমিক ৯৯৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

কেমন হবে রামাদানের প্রস্তুতি

রামাদানের প্রস্তুতি-পর্বকে আমরা খুব সংক্ষেপে কয়েকটি শিরোনামে বিবৃত করার প্রয়াস পাব—

এক. রামাদানের শুভাগমনে খুশি হওয়া

নিঃসন্দেহে রামাদান প্রতিটি মুসলিমের ওপর আল্লাহর সুমহান অনুগ্রহ। কেননা, রামাদান অফুরন্ত সাওয়াব অর্জনের কল্যাণমুখর একটি মওসুম। কুরআন নাজিলের মাস, হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—লাইলাতুল কদরের মাস, আমাদের দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ ও চূড়ান্ত সংগ্রামের মাস।

এ মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। মুমিনের প্রতিটি আমলের সাওয়াব ও প্রতিদান সত্তর থেকে সাতশ, এমনকি আল্লাহর অনুগ্রহে তারও অধিক গাণিতিক হারে বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়াও রকমারি কল্যাণে ভরপুর এ-মাসের আগমনে আনন্দিত হওয়া। মহান আল্লাহর বাণী—

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.

> (হে নবী, আপনি মুমিনদের) বলেন, আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর দয়ায় (তা [রামাদান] এসেছে), এজন্য তারা আনন্দিত হোক; এটি (রামাদান), তারা যা সঞ্চয় করে—তা থেকে উত্তম।[৭]

দুই. রামাদান লাভের প্রত্যাশায় দুআ করা

মুষলধারে কল্যাণের বারিধারা নাজিলের মাস রামাদান। এই মাস প্রাপ্তির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষণে-বিক্ষণে দুআ করতে হবে, যেন আল্লাহ আমাদের রামাদানের হক আদায় করে নির্ধারিত-অনির্ধারিত সবগুলো আমল বেশি বেশি করার তাওফিক দান করেন।

পূর্বসূরি মহান ব্যক্তিরা আল্লাহর কাছে রজব ও শাবান মাস থেকে—অনেকে তো ৫/৬ মাস আগে থেকেই—রামাদানের প্রত্যাশায় দুআ করতেন।[৮]

তিন. তাওবার মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করা

তাওবা তো সবসময় করতে হবে। বিশেষ করে রামাদান আগমনের প্রস্তুতিস্বরূপ নিজের আত্মিক পাত্র (হৃদয়) পরিষ্কার করতে হবে। কেননা, আল্লাহর অনুগ্রহ নাপাক, দুর্গন্ধযুক্ত স্থানে কীভাবে অবতীর্ণ হবে?

মুবারাক রামাদানের কল্যাণ ও বরকত-লাভের অভিলাসে রহমতের সরোবরে অবগাহন করতে তাওবার মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

> মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর কাছে তাওবা করো; যাতে সফলকাম হতে পারো।[৯]

---

[৭] সূরা ইউনুস, ১০ : ৫৮।

[৮] লক্ষণীয় : 'আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফিরাজাবা ওয়া শা'আবান, ওয়া বাল্লিগনা রামাদান' [হে আল্লাহ, আপনি আমাদের রাজাব ও শাবানের বরকত দান করেন এবং রামাদান পর্যন্ত পৌঁছে দেন]—বহুল প্রচলিত এই দুআটি সহিহ সনদে নবীজি থেকে প্রমাণিত নয়। তাই নবীজিকৃত দুআ মনে করে পাঠ করা যাবে না। তবে এই দুআর অর্থ ভালো। এজন্য অর্থের প্রতি লক্ষ রেখে হাদিসের দুআ না মনে করে পাঠ করা যেতে পারে। নবীজির দুআ মনে করে পাঠ করা ও জনসমাজে উৎসাহিত করা যাবে না।

[৯] সূরা আন-নূর, ২৪: ৩১

আল-আগার্র ইবনু ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ.

> লোকসকল, আপনারা আল্লাহর কাছে তাউবা করেন। কারণ, আমি তো দিনে তাঁর কাছে ১০০ বার তাউবা করি।[১০]

চার. জিম্মায় থাকা ফরজ/ওয়াজিব সিয়াম রামাদানের আগে আদায় করা

আমাদের কারও কারও জিম্মায় ফরজ সিয়াম কাজা থেকে যায়। অনেকের জিম্মায় আবার মানত বা কাফফারার সিয়াম থাকে। বিশেষ করে নারীদের জিম্মায় ফরজ সিয়াম বাকি থাকে। ব্যস্ততা, অলসতা বা অজুহাত যা-ই হোক, সারা বছরে আদায় করার সুযোগ হয়ে ওঠে না। এ কারণে এক রামাদানের সিয়াম পরবর্তী রামাদানের আগে পূর্ণ করা। এ বিষয়ে আম্মাজান আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার আমল আমাদের জন্য পাথেয়। আবু সালামাহর সূত্রে তিনি বলেছেন—

كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ.

> আমার ওপর বিগত রামাদানের সাউম বাকি থাকত, যার কাজা আমি শাবান ছাড়া আদায় করতে পারতাম না।[১১]

হাদিসটির ব্যাখ্যায় হাফিজ ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—

> এ হাদিস দ্বারা আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক শাবান মাসে রামাদানের সিয়াম-পালনের চেষ্টা প্রমাণ করে যে, এক রামাদানের কাজা আরেক রামাদান প্রবেশ করা পর্যন্ত দেরি করা জায়িজ নয়।[১২]

পাঁচ. সিয়াম-সংক্রান্ত জ্ঞানার্জন করা

আমরা সকলে জানি—জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। ইমাম মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, ফরজের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো—আপনি যে আমল করবেন সে আমল সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করাও ফরজ। উদাহরণস্বরূপ বলি—ফরজ সিয়াম পালন করতে যেসকল বিধি-বারণ ফলো করতে হবে, সেসব জ্ঞানলাভ করাও ফরজ।

---

[১০] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস সংখ্যা : ২৭০২

[১১] *সহিহ বুখারি*, হাদিস সংখ্যা ১৮৪৯; ও *সহিহ মুসলিম*, হাদিস সংখ্যা : ১১৪৬

[১২] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড :৪, পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৯১

আমলের ভরা মওসুম মুবারক রামাদানে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল কত আমাদের করতে হয়। কীভাবে সিয়াম শুরু করবেন, কী কী করলে সিয়াম ভেঙে যায়, নষ্ট হয়। কী কী কাজ করা অনুচিত। কী কী কাজ বৈধ। আবার সাহরি, ইফতার যথাসময়ে করার জ্ঞান। তারাবিহ, তাহাজ্জুদ, ইতিকাফ, লাইলাতুর কদর, ফরজ, ওয়াজিব বা নফল দান সাদাকা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক।

যেকথা সর্বদা হৃদয়ে জাগরূক রাখতে হবে

ইসলাম মানেই মহান রবের কাছে আত্মসমর্পণ। ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর দাসত্ব করা। আর যা হবে কেবল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেখানো পদ্ধতিতে। হাদিসে একথাও বলা আছে—আমল হতে হবে বিশুদ্ধ ও নির্মল যদিও তা পরিমাণে কম হয়।

একারণে আমাদের প্রতিটি আমল করার পূর্বে অবশ্যই তার শুদ্ধ-শুদ্ধি সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে। মনগড়া পদ্ধতিতে ইবাদাতের কোনো সাওয়াব পাওয়ার আশা করা মানে ছাইয়ের ঢিবিতে ঘি ঢালা।

ছয়. ব্যক্তিগত ও পরিবারিক কাজের চাপ কমিয়ে রাখা

জটিল, ভারী বা রামাদানেরর ইবাদাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে—এমন কাজসমূহ রামাদান আগমনের আগেই সম্পন্ন করে ফেলা। এ ক্ষেত্রে সাধ্যনুযায়ী রামাদানের বাজার, ঈদের পোশাক রামাদানের পূর্বে ক্রয় করে রাখা। যাতে সাওয়াব সংগ্রহে বাধা না আসে।

সাত. পারিবারিক প্লান ও আলোচনা

ঈদ-কুরবানি, বিবাহ বা যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানের মাসখানেক আগেই আমরা পরিবারে সদস্যরা পরিকল্পনা শুরু করি। কীভাবে পর্বটি সুসম্পন্ন করা যায়—তা নিয়ে গল্প-আড্ডা করি। রামাদান আসার আগে থেকে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে রামাদান সাফল্যমণ্ডিত করতে সম্মিলিত পরিকল্পনা করা। রামাদানের সকলের কাজকে ভাগাভাগি করে নেওয়া।

সিয়ামের বিধি-বারণ শিক্ষা ও দাবি নিয়ে আলোচনা করা। পরিবারের ছোটো ছোটো মানবকলি, আমাদের ক্ষুদে সদস্যদের সিয়াম পালনে উৎসাহিত করা।

আট. ইসলামকে জানতে বিবিধ বই পড়া

আমল ও ইবাদাতের কিছু বই থরে থরে সংগ্রহে রাখা। নিজে বই পড়া, পারিবারিকভাবে তালিম করা। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবী, পাড়া-পড়শি সম্ভব হলে মাসজিদের ইমামকে বই উপহার দেওয়া—যা তিনি রামাদানে লোকদের পড়ে শোনাতে পারবেন। আর এখনই প্রকৃত সময় ইসলাম সংক্রান্ত বই সংগ্রহ করার। তাই আজই বই সংগ্রহে লিপ্ত হোন।

নয়. শাবান মাস থেকেই রামাদানের প্রাক্টিস শুরু করা

রামাদান মাসের প্রস্তুতিস্বরূপ শাবান মাস থেকেই সিয়াম পালন শুরু করা। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> ...আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রামাদান ছাড়া অন্য কোনো মাসের গোটা অংশ সাউম পালন করতে দেখি নি এবং শাবান ছাড়া অন্য কোনো মাসে অধিক সিয়াম পালন করতে দেখি নি।[১৩]

দশ. নিয়ত ও দৃঢ় প্রত্যয়

রামাদানে যেসব ভালোকাজ করতে আগ্রহী—এখন থেকে তা ঠিক করে রাখা। কিছু কিছু কাজ এখন থেকে শুরু করা। অনেকে সালাত আদায় করেন না, আশায় থাকেন—রামাদান থেকে শুরু করবেন, তাদের অনুরোধ করি, আজ থেকেই সালাত আদায় শুরু করবেন। অনেকেই নানান গুনাহে লিপ্ত থাকেন; তারাও আজ থেকে রামাদানের অভ্যর্থনায় সকল পাপাচার বন্ধ করবেন। আজ থেকেই কুরআন শেখার, কুরআন তিলাওয়াতের দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করবেন।

প্রিয় পাঠক, করজোড় অনুরোধ করছি—রামাদানের আগমন যেন আপনার অপ্রস্তুত অবস্থায় না হয়ে যায়। কারণ, এটাই হতে পারে আমার-আপনার জীবনের শেষ রামাদান।

কীভাবে কাটবে রামাদানের দিনগুলো?

রামাদান মাস সাওয়াব অর্জন, গুনাহ মাফ, ইবাদাতের প্রশিক্ষণ, আধ্যাত্মিকতার স্কিল-বৃদ্ধি ও আগামীর জীবন পরিক্রমা ঢেলে সাজানোর মাস। এ মাসের প্রতিটি

---

[১৩] *সহিহ বুখারি*, হাদিস সংখ্যা, ১৮৬৮; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস সংখ্যা, ১১৫৬

দিন প্রতিটি ক্ষণ আমাদের জীবনে হিরার চেয়েও দামি। এ-মাস আগমনের পূর্বেই পরিকল্পনা সাজাতে পরি—**কীভাবে কাটবে রামাদানের দিনগুলো?**

এবার তাহলে আমলের গুরুত্ব বিবেচনায় ধারাবাহিক একটি চার্ট তৈরি করি—

এক. সালাতের প্রতি যত্নশীল হওয়া

ক. সবার আগে ফরজ সালাত

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় তো করতেই হবে। একটি ওয়াক্ত সালাতও যেন কাজা না হয় সে বিষয়ে প্রাণ-পণ চেষ্টা করতে হবে। দানে জামাআতে সালাত আদায় করা সুযোগ পাওয়া যায়। হাদিসে বলা আছে ৪০ দিন তাকবিরে উলার সাথে সালাত আদায়কারীকে আল্লাহর পক্ষ থেকে দুটি পরওনা দেওয়া হয়

- ✓ ১. মুনাফিকি;
- ✓ ২. জাহান্নাম থেকে মুক্তি।[১৪]

অতএব, আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে—মুবারাক এই মাসে হাদিসে বর্ণিত সুসংবাদের অধিকারী হওয়ার।

নারীরা ওয়াক্তের শুরুতে সালাত আদায়ের অভ্যাস গড়ে তুলবে। সকলে অধিক পরিমাণ নফল সালাত আদায় করবে।

খ. সাওয়াবের পাহাড় গড়তে তারাবিহর সালাত

কুরআন তিলাওয়াতের প্রকৃত স্বাদ লাভ, অগণিত সাওয়াব অর্জন ও পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা পেতে 'কিয়ামু রামাদান' বা তারাবিহর সালাতের বিকল্প নেই। পুণ্যময় রামাদানের সাওয়াবের পূর্ণতা পেতে দিনের সিয়াম, রাতের তারাবিহ হতে পারে রবের নৈকট্য হাসিলের সেরা মাধ্যম।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রামাদান সম্পর্কে বলতে শুনেছি—

مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

---

[১৪] *জামি আত-তিরমিজি*, হাদিস সংখ্যা ২৪১

> যে ব্যক্তি রামাদানে ঈমানের সাথে সাওয়াব-লাভের আশায় কিয়ামে রামাদান [অর্থাৎ তারাবিহর সালাত আদায়] করবে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে।[১৫]

গ. তাহাজ্জুদের অভ্যাস গড়ে তোলার সেরা সময়

রামাদানে তাহাজ্জুদ আদায় করার বছরের অন্য যে কোনো মাসের চেয়ে হাজারো গুণে সহজ। সাহরিতে যেহেতু জাগতেই হয়—তো সামান্য প্রত্যয় নিয়ে ১৫-২০ মিনিট আগে জাগলে এ অমূল্য ইবাদাতের সুযোগ পাওয়া যায়।

ঘ. অধিক পরিমাণে নফল সালাত

প্রাত্যহিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পূর্বে-পরে কিছু 'সুন্নাতে গাইরে মুআক্কাদাহ' সালাত আছে। আবার দুখুলুল/তাহিয়্যাতুল মাসজিদের মতো তাকিদযুক্ত সালাত সারা বছর যথা নিয়মে গুরোত্বরোপ করা হয় না। প্রতিটি তৃষাতুর মুমিনের উচিত মুবারক এ রামাদানে এ-সকল নফল সালাতের পাবন্দি করা। এ-ছাড়া দিনে-রাতে বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করে সাওয়াবের ঝুলি পরিপূর্ণ করা।

দুই. কুরআন তিলাওয়াত করা

কুরআন নাজিলের মাস মাহে রামাদান। কুরআন তিলাওয়াতের জন্য এ মাসকে নিবেদিত রাখা। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার আশা রাখি।

তিন. অবারিত দান-সাদাকায় নিজেকে শরিক রাখা

রামাদান হলো সহমর্মিতার মাস। আমলের মাধ্যমে সাওয়াবগুলো বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ার মাস। হাদিসে এসেছে নবীজিকে জিজ্ঞাসা করা হয়—

: কোন সাদাকাহ সর্বোত্তম?

: রামাদান মাসের সাদাকা।[১৬]

সুতরাং এ মহা পুণ্যার্জনের মাসে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শি, মসজিদ-মাদরাসা, লিল্লাহ-বোর্ডিং, অসুস্থ-কর্মহীন মানুসের প্রতি দান-সাদাকার হাত উন্মুক্তভাবে সম্প্রসারিত করা। এ বিষয়ে প্রিয় নবীজির আমল আমাদের জন্য পাথেয় হবে- আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত; তিনি বলেন—

---

[১৫] *সহিহ বুখারি*, হাদিস সংখ্যা ২০০৮

[১৬] *জামি তিরমিজি*, হাদিস-সংখ্যা : ৬৬৩; *মুসনাদু বাজ্জার*, হাদিস-সংখ্যা : ৬৮৯০

> নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে দানশীল ছিলেন। রামাদানে জিবরাইল আলাইহিস সালাম যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি আরও অধিক দান করতেন। রামাদান শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতেই জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করতেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে কুরআন শোনাতেন। জিবরাইল আলাইহিস সালাম যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি রহমতসহ প্রেরিত (প্রবাল) বায়ুর চেয়ে অধিক ধন-সম্পদ দান করতেন।[১৭]

বাস্তবতা হলো, রামাদানে সকলের প্রয়োজন ও চাহিদা বেশি থাকে। অতএব পরস্পর সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে আমাদের রামাদান বর্ণিল ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠুক।

চার. ইফতার করিয়ে সিয়ামের সাওয়াব

রামাদান আগমনের সাথেই টিভি-পত্রিকায় বাহারি আইটেমের ইফতার রেসিপির প্রচারণা ধুম পড়ে যায়। হোটেল-রেস্টুরেন্ট, রাস্তার মোড়ে মোড়ে হরেক পদের ইফতারির পসরা মেলে। এসবের মাধ্যমে নিজেদের ইফতার আবিষ্কার করি। এসবের আড়ালে, সমাজের এক শ্রেণির একনিষ্ঠ সিয়ামপালনকারী আছে দুটি খেজুর ও একমুষ্টি চিড়াও যাদের যোগাড় করার তাওফিক হয় না। পরিবারসহ বড় কষ্টে রামাদানের দিনপাত হয়।

রামাদানে বিশেষ সাওয়াব অর্জনের মাধ্যম হলো সিয়ামপালনকারীদের ইফতার করানো। আমাদের সাধ্যনুকুলে ইফতার বিতরণের সর্বাত্মক কাজটুকু করে যাওয়া। আর এ বিষয়ে ফজিলতের হাদিস তো আছেই। যায়েদ ইবনু খালেদ জুহানি রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ

---

[১৭] *সহিহ বুখারি*, হাদিস-সংখ্যা : ১৯০২

> যে ব্যক্তি কোনো সিয়ামপালনকারীকে ইফতার করাবে, সে (সিয়ামপালনকারীর) সমান সাওয়াবের অধিকারী হবে। আর তাতে সিয়ামপালনকারীর সাওয়াবের কিছুই কমবে না।[১৮]

এ রামাদান থেকেই আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক, একজনকে হলেও ইফতারে শামিল করে অফুরন্ত সাওয়াবের মিছিলে শরিক হব।

রামাদান : কুরআন নাজিলের মাস

কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত

কিয়ামত দিবসে সুপারিশকারী

আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এ কথা বলতে শুনেছি—

اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ

> তোমরা কুরআন মাজিদ পাঠ করো। কেননা, কিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হিসাবে আগমন করবে।[১৯]

সবার মাঝে সেরা

উসমান ইবনু আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

> তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই, যে নিজে কুরআনের শিক্ষা অর্জন করে ও অপরকে শিক্ষা দেয় ।[২০]

---

[১৮] *জামি তিরমিজি*, হাদিস-সংখ্যা : ৮০৭; *সুনানু ইবনি মাজাহ*, হাদিস-সংখ্যা : ১৪৪৬
[১৯] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস-সংখ্যা : ৮০৪; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদিস সংখ্যা : ২১৬৪২
[২০] *সহিহ বুখারি*, হাদিস-সংখ্যা : ৫০২৭ ও ৫০২৮; *জামি তিরমিজি*, হাদিস-সংখ্যা : ২৯০৭

পুণ্যময় ফেরেশতাদের সাথি

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> اَلَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ
>
> কুরআনের শুদ্ধ তিলাওয়াতকারী ও পূর্ণ হাফিজ মহাসম্মানিত পুণ্যবান লিপিকার (ফেরেশতাবর্গের) সঙ্গী হবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠে 'ওঁ-ওঁ' করে এবং পড়তে কষ্টবোধ করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি সাওয়াব।' (একটি তিলাওয়াত ও দ্বিতীয়টি কষ্টের দরুন।[২১]

জাতির উথান-পতনে কুরআন

উমার ইবনু খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ
>
> মহান আল্লাহ এই গ্রন্থ (কুরআন মাজিদ) দ্বারা (তার ওপর আমলকারী) জনগোষ্ঠীর উত্থান ঘটান এবং এরই দ্বারা (এর অবাধ্য) অন্য গোষ্ঠীর পতন সাধন করেন।[২২]

যাদের আমল দেখে ঈর্ষা করা যায়

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ
>
> (ঈর্ষা করা বৈধ হলে ওই) দুই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঈর্ষা করা যেতে পারে—

---

[২১] *সহিহ বুখারি*, হাদিস সংখ্যা ৪৯৩৭, *সহিহ মুসলিম*, হাদিস সংখ্যা ৭৯৮

[২২] সহিহ মুসলিম, হাদিস সংখ্যা ৮১৭, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, হাদিস সংখ্যা ২১৮

✓ ১. যাকে আল্লাহ কুরআন (মুখস্থ করার শক্তি) দান করেছেন, সুতরাং সে তার (আলোকে) দিবা-রাত্রি তিলাওয়াত করে ও আমল করে।

✓ ২. যাকে আল্লাহ তাআলা ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সে (আল্লাহর পথে) দিন-রাত ব্যয় করে।[২৩]

যার অক্ষরে অক্ষরে নেকি

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ: الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ: أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَامٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ

যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব (কুরআন মাজিদ)-এর একটি হরফ পাঠ করবে, তার একটি নেকি হবে। আর একটি নেকি দশটি নেকির সমান হয়। আমি বলছি না যে, 'আলিফ-লাম-মিম' একটি হরফ; বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মিম একটি হরফ। [অর্থাৎ তিনটি বর্ণ দ্বারা গঠিত 'আলিফ-লাম-মিম, যার নেকির সংখ্যা হবে ত্রিশ।][২৪]

কুরআন-বিহীন হৃদয়, মানবহীন ঘর

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম সূত্রে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ كَالْبَيْتِ الخَرِبِ.

যে ব্যক্তির পেটে কুরআনের কোনো অংশই নেই সে (সেই পেট) মানবহীন ঘরের সমতুল্য।[২৫]

---

[২৩] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস-সংখ্যা : ৫০২৫, ৭৫২৯; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস সংখ্যা ৮১৫

[২৪] *জামি আত-তিরমিজি*, হাদিস-সংখ্যা : ২৯১০; শাইখ আলবানি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

[২৫] *জামি আত-তিরমিজি*, হাদিস-সংখ্যা : ২৯১৩; ইমাম তিরমিজি বলেন, হাসান সহিহ।

পড়তে থাকো এবং চড়তে থাকো

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'পবিত্র কুরআনের পাঠক, হাফিজ ও তার ওপর আমলকারীকে (কিয়ামতের দিন) বলা হবে, 'তুমি কুরআনুল কারিম পড়তে থাকো ও চড়তে থাকো। আর ঠিক সেইভাবে স্পষ্ট ও ধীরে ধীরে পড়তে থাকো, যেভাবে দুনিয়াতে পড়তে। কেননা, (জান্নাতের মাঝে) তোমার স্থান ঠিক সেখানে হবে, যেখানে তোমার শেষ আয়াতটি শেষ হবে।[২৬]

কুরআন না পড়ার ক্ষতি

আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> এই কুরআনের প্রতি যত্নশীল হও [নিয়মিত পড়তে থাকো ও তার চর্চা অব্যহত রাখো।] সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন, উট যেমন তার রশি থেকে অতর্কিতে বের হয়ে যায়, তার চেয়ে অধিক অতর্কিতে কুরআন (স্মৃতি থেকে) বের হয়ে (বিস্মৃত হয়ে) যায়।' [অর্থাৎ অতিশীঘ্র ভুলে যাবার সম্ভাবনা থাকে।][২৭]

উটের মতোই যত্নে রাখুন

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> কুরআন-ওয়ালা হলো বাঁধা উট-ওয়ালার মতো। সে যদি তা বাঁধার পর তার যথারীতি দেখাশোনা করে, তাহলে বাঁধাই থাকবে। অন্যথায় ঢিল দিলেই উট পালিয়ে যাবে।[২৮]

---

[২৬] *আবু দাউদ*, হাদিস সংখ্যা : ১৪৬৪; *জামি আত-তিরমিজি*, হাদিস-সংখ্যা : ২৯১৪, ইমাম তিরমিজি বলেন, হাসান।

[২৭] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস সংখ্যা : ৭৯১

[২৮] *সহিহ বুখারি*, হাদিস সংখ্যা : ৫০৩১; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস সংখ্যা : ৭৮৯

আমাদের পাঠ পরিকল্পনা

প্রথমকথা

ইতিমধ্যে কুরআন-পাঠের ফজিলত ও পাঠ না করার পাপ নিয়ে বেশ কয়েকটি 'সহিহ হাদিস' জানতে পারলাম। মনে রাখতে হবে 'সহিহ হাদিস' মানে যেসকল হাদিস নবীজি থেকে বিশুদ্ধরূপে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের যাচাই-বাছায়, পরীক্ষা-নীরিক্ষার মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

সুতরাং দৈনন্দিন হাজারো গল্পের মাঝে কয়েকটি গল্প, 'কেবলশ্রুত কতশত' উক্তির ন্যায় দু'একটি উক্তি মনে না করে নবীজির হাদিসের প্রতি পরম ভক্তি-ভালোবসা-বিশ্বাস নিয়ে আমলের ময়দানে কোমর বেঁধে নেমে পড়ার প্রত্যয় গ্রহণ করতে হবে।

এ পর্বে আমরা বরকতময় রামাদানকে সামনে রেখে আমাদের কুরআন পাঠ পরিকল্পনার একটা দৃশ্যকল্প তুলে ধরার প্রয়াস পাবো।

মুসলিম হিসেবে আমাদের সমাজের সদস্যদের তিন ভাগে ভাগ করতে পারি—

- **এক.** যাদের কুরআন আত্নস্থ করার মহা সৌভাগ্য লাভ হয়েছে (হাফিজ)।
- **দুই.** যারা দেখে দেখে কুরআন-পাঠে সক্ষম।
- **তিন.** যারা এখনো কুরআন-পাঠে সক্ষমতা অর্জন না করে গাফলতের চাদরে নিজেকে লুকানোর চেষ্টায় আছে।

একটি কথা বলে রাখা ভালো, আমরা ব্যক্তিগতভাবে যে যত অধিক পরিমাণ কুরআন পাঠ করতে পারি বা পরিকল্পনা করি—তা ব্যক্তি-সত্তার ওপর নির্ভর করবে। তবে আমরা এখানে যুগ-জামানার হাল মোতাবেক পরামর্শমূলক পরিকল্পনা পেশ করছি। যা আমাদের পূর্বসূরি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের তুলনায় নিতান্তই ক্ষুদ্র ফর্দ।

এবার মূল কথায় আসি—

এক. যাদের কুরআন আত্নস্থ করার মহা সৌভাগ্য লাভ হয়েছে (হাফিজ)।

তারা কমপক্ষে তিনবার পূর্ণ কুরআন মাজিদ সুমধুর স্বরে তিলাওয়াত করবে। আর যদি আরবিভাষা জানা থাকে তাহলে সাথে সাথে অর্থসহ তাদাব্বুরের সাথে পাঠ করবে। সুযোগ করে যে কোনো সহজ তাফসির অধ্যায়ন করা যেতে পারে।

দুই. যারা দেখে দেখে কুরআন পাঠে সক্ষম।

কুরআন-পাঠের অন্যতম দাবি—বিশুদ্ধরূপে সুমধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত করা। পবিত্র এ রামাদানে কুরআন শুদ্ধতার স্কিল বৃদ্ধি করতে দক্ষ হাফিজ বা কারির তত্ত্বাবধানে নিয়মিত চর্চা (মশক/প্রাক্টিস) করা। নিয়মিত তিলাওয়াত অব্যহত রাখা। ব্যক্তিগতভাবে বা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কুরআনের মজলিস করা। সরল কুরআন মাজিদের অনুবাদ পড়া। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু সূরার অর্থ পাঠ করা। যেমন—সূরা ইয়াসিন, সূরা রহমান, সূরা কাহাফ, সূরা লুকমান, সূরা ওয়াকিয়া, সূরা মুলক। অথবা, ৩০ সংখ্যা (আম্মা) পারার ছোট্ট ছোট্ট সূরাগুলোর অনুবাদ পড়া।

তিন. যারা এখনো কুরআন-পাঠে সক্ষম্যতা অর্জন না করে গাফলতের চাদরে নিজেকে লুকানোর চেষ্টায় আছে।

প্রতিটি মুসলিমের ফরজ কিরাআত (সালাতে পাঠযোগ্য) পরিমাণ মুখস্থ থাকা ফরজ। কেননা, সালাত পরিপূর্ণ হতে সূরা মুখস্থের বিকল্প নেই। জীবনের অবহেলার মাশুল এই রামাদানে আদায় করুন। কমপক্ষে ছোটো-খাটো ৪/৫ টি সূরা শিখে নেন। এবার আমরা নিচের চার্টটি ফলো করতে পারি—

টার্গেট	ফজর	জোহর	আসর	মাগরিব	ইশা
তিন খতম	১২ পৃষ্ঠা	১২ পৃষ্ঠা	১২ পৃষ্ঠা	১২ পৃষ্ঠা	১২ পৃষ্ঠা
দুই খতম	৮ পৃষ্ঠা	৮ পৃষ্ঠা	৮ পৃষ্ঠা	৮ পৃষ্ঠা	৮ পৃষ্ঠা
এক খতম	৪ পৃষ্ঠা	৪ পৃষ্ঠা	৪ পৃষ্ঠা	৪ পৃষ্ঠা	৪ পৃষ্ঠা

রামাদানে যেসব বিষয় বর্জন করতে হবে

আল্লাহ যে সকল কথা ও কাজ হারাম করেছেন সাউম পালনকারী তা থেকে বেঁচে থাকবে। যেমন—

এক. সর্বপ্রকার মিথ্যা বর্জন করা

আমরা হাদিসের মাধ্যমে অবগত হয়েছি সিয়াম (জাহান্নাম থেকে রক্ষার) ঢাল স্বরূপ)। সিয়াম পালনকালে মিথ্যাবর্জন না করলে সিয়াম অত্যন্ত দুর্বল ও ফিনফিনে হয়ে যায়। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

> যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করে নি, তাঁর এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।[২৯]

দুই. গিবত থেকে বেঁচে থাকবে

গিবত মানে অপর কোনো মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতি এমন কোনো আলোচনা করা, যা সে শুনতে অপছন্দ করে। যদিও বিষয়টি তার শারীরিক ত্রুটি-বিচ্যুতিই হোক না কেন। যেমন কাউকে হীন বা খাটো করার উদ্দেশ্যে খোড়া, ট্যারা বা অন্ধ বলা। তেমনি কারও চারিত্রিক ত্রুটি তুলে ধরা, যা সে অপছন্দ করে; যেমন—গাধা, নির্বোধ, ফাসেক ইত্যাদি।

বাস্তবিক পক্ষে ওই লোকের মধ্যে এ সকল দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান থাকুক অথবা না থাকুক। অনেকে বলে থাকেন এই ত্রুটি তো তার মাঝে আছে এ কারণে বলি। গিবতের স্বরূপ সম্বন্ধে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছিলেন—

ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

> এটা হলো তোমার ভাই সম্পর্কে এমন আলোচনা করা যা সে অপছন্দ করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে তাহলে এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন—তুমি যা বলো তা

---

[২৯] *সহিহ বুখারি*, হাদিস সংখ্যা : ১৯০৩

যদি তার মধ্যে থাকে তাহলে তুমি গিবত করলে, আর যদি না থাকে তাহলে তুমি তাকে অপবাদ দিলে।

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা গিবত করতে নিষেধ করেছেন এবং গিবতকে আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

আর তোমরা কারও গিবত করো না, তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা এটাকে ঘৃণাই করো।[৩০]

গিবতকারীর শাস্তি বিষয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ

তিনি মেরাজের রাত্রে কোনো এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যাদের পিতলের নখ রয়েছে; তারা এগুলো দিয়ে তাদের মুখমণ্ডল ও বক্ষে আঘাত করছে। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে জিবরাইল এরা কারা? জিবরাইল উত্তরে বললেন, এরা ওই সমস্ত লোক যারা পৃথিবীতে মানুষের গোশত খেত এবং মানুষের সম্মানহানি ঘটাতো।[৩১]

তিন. নামিমা বা চুগলখোরী বর্জন করা

নামিমা বা চুগলখোরী হচ্ছে, পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্টের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ব্যাপারে কোনো কথা বললে অপর ব্যক্তির কাছে তা ফেরি করে বেড়ানো। এটি অন্যতম কবিরা গুনাহ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে বলেন—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ

---

[৩০] সূরা হুজুরাত, আয়াত : ১২

[৩১] *সুনানু আবি দাউদ*, হাদিস-সংখ্যা : ৪৮৭৮; শাইখ শুয়াইব আল-আরনাউত বলেন—হাদিসটির সনদ সহিহ।

চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ.
>
> নবীজি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা দুটি কবরের পাশে দিয়ে অতিক্রম করলেন। তারপর বললেন, দুটো কবরবাসীকে আজাব দেওয়া হচ্ছে। অবশ্য বিরাট কোনো কঠিন কাজের জন্য তাদের শাস্তি হচ্ছে না। (অর্থাৎ যা থেকে বেঁচে থাকা কোনো কঠিন বিষয় ছিল না) তাদের একজন প্রস্রাব করে পবিত্রতা অর্জন করত না। অপরজন মানুষের মধ্যে চুগলখোরি করে বেড়াত।[৩২]

বাস্তবতা হলো, নামিমা বা চুগলখোরি ব্যক্তি, সমাজ ও মুসলিমদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে এবং তাদের মধ্যে শত্রুতার আগুন লাগিয়ে দেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

> وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ . هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيمٍ.
>
> আর তুমি আনুগত্য করো না প্রত্যেক এমন ব্যক্তির যে অধিক কসমকারী, লাঞ্ছিত। পিছনে নিন্দাকারী ও যে চুগলখোরী করে বেড়ায়।[৩৩]

সুতরাং যে আপনার কাছে অপরের নিন্দা ও চুগলখোরি করে সে আপনার ব্যাপারেও চুগলখোরি করে বেড়ায়। সুতরাং তার থেকে সতর্ক থাকবেন।

চার. কাজে-কর্মে লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতারণা, ধোঁকা ও ঠকবাজী বর্জন করা

সিয়ামপালনকারী ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া, শিল্প, বন্ধক ও অন্যান্য যাবতীয় লেনদেনের মধ্যে প্রতারণা থেকে বিরত থাকবে অনুরূপ সব ধরনের উপদেশ ও পরামর্শের ক্ষেত্রেও প্রতারণা পরিহার করবে। কেননা, প্রতারণা একটি মারাত্মক কবিরা গুনাহ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

---

[৩২] *সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম*
[৩৩] সুরা কালাম, আয়াত : ১০-১১

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

যে আমাদের ধোঁকা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৩৪]

হাদিসে উল্লিখিত 'আল-গিশ' শব্দের অর্থ ধোঁকা দেওয়া, খিয়ানত, আমানত বিনষ্ট করা, মানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলা। আর প্রতারণার মাধ্যমে যা অর্জিত হয়—তা নিকৃষ্ট, হারাম ও ঘৃণ্য। প্রতারণা দ্বারা প্রতারক ও আল্লাহর মাঝে কেবলমাত্র দূরত্বই বৃদ্ধি পায়।

পাঁচ. মিউজিক, বাদ্যযন্ত্র বর্জন করা

সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র থেকে দূরে থাকা উচিত। যেমন—ঢোল-তবলা, বীণা, একতারা, বেহালা, হারমোনিয়াম, গিটার, পিয়ানো ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র। কেননা, এসব হারাম। এগুলোর হারাম ও গুনাহ আরও বৃদ্ধি পায় যখন এর সাথে মিলিত হয় উত্তেজনামূলক গান ও মিষ্টি আওয়াজ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا
هُزُوًا أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ.

> মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য গান বাদ্যের উপকরণ ক্রয়-বিক্রয় করে এবং আল্লাহ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর কঠোর শাস্তি।[৩৫]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহুকে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন—

والله الذي لا إله غيرهُ هو الغناء.

> যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, এটা হচ্ছে গান।

বিখ্যাত বুজুর্গ হাসান আল-বাসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

এ আয়াতটি গান ও বাদ্যের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে।

---

[৩৪] *জামি আত-তিরমিজি*, হাদিস-সংখ্যা : ১৩১৫; ইমাম তিরমিজি বলেন—আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদিসটি হাসান সহিহ।

[৩৫] সূরা লুকমান, আয়াত : ৬

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাদ্যযন্ত্র থেকে সতর্ক করেছেন। তিনি এ-সবকে জিনা-ব্যভিচারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন—

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ.

> আমার উম্মতে এমন একদল লোক হবে—যারা জিনা-ব্যভিচার, রেশম, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে

বর্তমান সময়ে এমন মানুষ রয়েছে—যারা এসব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে থাকে অথবা, সেগুলো এমনভাবে শ্রবণ করে থাকে, যেন এগুলো হালাল জিনিস তাতে কোনো পরওয়া নেই।

এটা এমন এক ষড়যন্ত্র—যা দ্বারা ইসলামের শত্রুরা মুসলিমদের ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ করতে সফলতা লাভ করেছে এতে করে তারা মুসলিমদেরকে আল্লাহ তাআলার জিকর-স্মরণ, তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখছে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে—মুসলিমদের অনেকেই কুরআন ও হাদিসের পাঠ, আলিম-উলামাদের শরিয়ত ও হিকমত-সমৃদ্ধ বয়ানের চেয়েও এগুলোর প্রতি বেশি এসব গান ও বাদ্যযন্ত্রে আসক্ত হয়ে পড়ছে। অথচ, জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة ولايكن يوم صومك ويوم فطرك سواء.

> যখন তুমি সাউম রাখবে তোমার কর্ণ, চক্ষু, জিহ্বাও যেন মিথ্যা কথা ও সব হারাম বর্জনের মাধ্যমে সাউম পালন করে। তুমি প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকো। অবশ্যই তুমি আত্মসম্মান ও প্রশান্তভাব বজায় রাখবে। আর তোমার সাউমের দিন ও সাউমবিহীন দিন যেন সমান না হয়।

তাহলে আমাদের সাউমের অবস্থা কী হবে?

ছয়. টিভি, স্যাটেলাইট, ইন্টারনেট ও সোশাল মিডিয়া নিয়ন্ত্রণে রাখা

টিভি-ইন্টারনেট-সোশাল মিডিয়া জীবনের অনেক কাজ সহজ করে দিয়েছে, অনেকক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে বটে; কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমাদের জীবনে এসব পরজীবী থেকে সর্বগ্রাসীরূপ ধারণ করেছে। পরিবারের একজনের উপকার

হচ্ছে ঠিকই—ক্ষতি হচ্ছে বাকি দশজনের। তিলে তিলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় ভারতীয়-পশ্চিমা কালচার প্রবেশ করছে। শিশুরা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যাচ্ছে, বাবা-মায়ের অবাধ্য হচ্ছে, মুরব্বিদের প্রতি আদব-কেতাব ভুলতে শুরু করছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভাগ্যাকাশ বড়োই মেঘাচ্ছন্ন! এখনো যদি আমরা সতর্ক না হয়, খাল কেটে কুমির আনতে থাকি—আল্লাহ না করুক, অচিরেই আমাদের মুসলিম জাতিসত্তা হারিয়ে ফেলতে হবে।

এ রামাদানের প্রত্যয় হোক—আমাদের রামাদান হবে কুরআনের সাথে, পূর্বসূরি মুসলিম উম্মাহর সাথে। টিভি-ইন্টারনেট-সোশাল মিডিয়া সবই থাকবে নিয়ন্ত্রণে, বাচ্চাদের-বয়স্কদের এসব থেকে দূরে রাখতে হবে।

সাত. বিজাতীয় কালচার অনুকরণ না করা

রামাদান আমাদের ইবাদাতের সেরা মওসুম। এ মাসের পূর্ণ বরকত হাসিল করতে প্রতিটি কাজে-কর্মে সুন্নাহর অনুসরণ করা আবশ্যক। বর্তমানে আমরা লক্ষ্য করে থাকি, রামাদান আসলে রাজনৈতিক ইফতার, ইফতার পার্টি (!) ইত্যাদি শিরোনামে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে, নারী-পুরুষের ফ্রি মিক্সিংয়ের মহড়া শুরু হয়। যা স্পষ্ট গুনাহের কাজ, রামাদানের শিক্ষা পরিপন্থী ও মাহে রামাদানের পবিত্রতা বিনষ্টকারী।

পবিত্র রামাদানে আল্লাহ আমাদের এসব কুকর্ম থেকে হিফাজত করেন। তবে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য রক্ষা করে, ইসলাহি মজলিস করা, সম্মিলিত ইফতার করা শরিয়ত-সিদ্ধ।

শেষ দশকের গুরুত্ব

নবীজির অভ্যাস ছিল রামাদানের শেষ দশকে কোমর বেধে ইবাদাতে নেমে পড়া। অথচ আমরা কী করছি? শেষ দশক আসলে আমাদের দুনিয়াবি ব্যস্ততা বেড়ে যায়। 'ঈদ-প্রস্তুতি' শিরোনামে বাজারে, শপিংমলে নারী-পুরষের শপিংয়ের হিড়িক পড়ে যায়। সারা দিনের কর্মব্যস্ততায় রাতে ইবাদাতের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। অহেতুক কর্মকাণ্ডে রামাদানের আবেদন বিনষ্ট হয়ে যায়। ইবাদাতের চূড়ান্ত মওসুমে, পার্থিব ব্যস্ততা ও গোনাহের সয়লাব বয়ে যায়। সারা বছরের গুনাহ মাফ ও নতুনভাবে গুনাহমুক্ত জীবনের প্রত্যাশা অধরাই রয়ে যায়।

ওই হাদিসটি মনে পড়ে, জিবরাইল এর দুআয় নবীজি বলেছিলেন—'আমিন'; অর্থাৎ যে রামাদান পেয়েও নিজের পাপমোচন করতে পারল না সে ধ্বংস হোক!

এ পর্বে আমরা রামাদানের শেষ দশকের আমলে ধারাবিন্যাসের প্রয়াস পাবো। আল্লাহ আমাদেরে তাউফিক দান করেন।

এক. ইতিকাফ

ইতিকাফ মানেই হলো দুনিয়াবি সকল কর্মমুক্ত হয়ে আল্লাহর ইবাদাতে নিজেকে নিমগ্ন রাখা। পুরুষেরা মসজিদে, নারীরা গৃহের এক কোণে ইতিকাফ করতে পারবে। রমাদানের শেষ দশকের পূর্ণ বরকত লাভ করতে ইতিকাফের বিকল্প নেই।

আম্মাজান আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সূত্রে বর্ণিত—

> নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাদানের শেষ দশকে ইতিকাফ করেছেন (মহান আল্লাহ তাকে মৃত্যুদান করা পর্যন্ত)। তার ইনতিকালের পর তাঁর স্ত্রীগণ ইতিকাফ করেছেন।[৩৬]

দুই. লাইলাতুল কদর

লাইলাতুল কদর মানে আল্লাহপ্রদত্ত বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি। এই রাতের মহত্ত্ব নিয়ে কুরআন মাজিদে একটি সূরা আছে। এই রাত্রে ইবাদাত করা হাজার মাস ইবাদাত অপেক্ষা শ্রেয়। রামাদানের ফজিলতের বিশাল অংশজুড়ে এ রাতের ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং এ রাতের ফজিলতলাভে দৃঢ় প্রত্যাশী হতে হবে।

লাইলাতুল কদর কবে?

রামাদান মাসে লাইলাতুল কদর; কবে, কোন রাতে—তা স্পষ্টভাবে সুনির্ধারিতভাবে হাদিসে বলা হয় নি তবে হাদিসে বিভিন্ন রাতে অনুসন্ধানের কথা বলা হয়েছে। এ-কারণে অভিজ্ঞতার আলোকে আলিমগণ ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। বহুসংখ্যক আলিমের মতে—এটি রামাদানের শেষ দশকে। সহিহ হাদিসসমূহ এ মতটিই প্রমাণ বহন করে। তবে শেষ দশকের কোন রাতটি বেশি সম্ভাবনাময়—সে ব্যাপারেও বহু মত বর্ণিত আছে।

আমাদের করণীয়—এ রাতের নিবিড় অনুসন্ধানে শেষের দশরাতই ইবাদাতে মশগুল থাকা।

---

[৩৬] *সহিহ বুখারি*, হাদিস সংখ্যা ২০২৬, *সহিহ মুসলিম*, হাদিস সংখ্যা ১১৭২

শেষ দশকে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করা

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى

> তোমরা তা (লাইলাতুল কদর) রামাদানের শেষ দশকে তালাশ করো। লাইলাতুল কদর (শেষ দিক থেকে গণনায়) নবম, সপ্তম বা পঞ্চম রাত অবশিষ্ট থাকে।

সহিহ বুখারির অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

هِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، هِيَ فِي تِسْعٍ يَمْضِينَ، أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ.

> তা শেষ দশকে, তা অতিবাহিত নবম রাতে অথবা অবশিষ্ট সপ্তম রাতে অর্থাৎ লাইলাতুল কদর।[৩৭]

লাইলাতুল কদরের ফজিলত

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে এ-রাতের মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলেছেন—

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.

'লাইলাতুল কদর' হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।[৩৮]

মুফাসসিরগণ এর অর্থ করেছেন—এ রাতের সৎকাজ হাজার মাসের সৎকাজের চেয়ে ভালো।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

---

[৩৭] *সহিহ বুখারি*, হাদিস-সংখ্যা : ২০২২

[৩৮] সূরা কদর, আয়াত : ০২

যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদরে ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদাত করে, তার পেছনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানসহ সাওয়াবের আশায় রামাদানে সিয়াম পালন করবে, তারও অতীতের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে।[৩৯]

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহুর সূত্রে বর্ণিত, রামাদান শুরু হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

> তোমাদের নিকট এ মাস সমুপস্থিত। এতে রয়েছে এমন এক রাত, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ থেকে যে ব্যক্তি বঞ্চিত হলো, সে সমস্ত কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হলো। কেবল বঞ্চিত ব্যক্তিরাই তা থেকে বঞ্চিত হয়।[৪০]

এ রাতে কীভাবে আমল করতে হবে?

লাইলাতুল ক্বদর বা যে কোনো ফজিলতের রাত এলে আমরা বরাবরই একটি প্রশ্ন করে থাকি—**'এ রাতে কীভাবে আমল করতে হবে?'**

এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হলো, নবীজি সারা রাত ইবাদাতে মশগুল থাকতেন—এ কথা ঠিক; তবে হাদিসে সুনির্দিষ্ট কোনো ইবাদতের নির্দেশনা দেওয়া হয় নি; বরং স্বাধীনতা, সুযোগ ও অভিরুচির ইচ্ছাধিকার দেওয়া হয়েছে। যার যেভাবে ইচ্ছা—সেভাবে ইবাদাত করবে

তবে তার অর্থ এটা নয়—নিজেদের পক্ষ থেকে ইবাদাতের কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে। যেমন—বিশেষ পদ্ধতির নফল সালাত; এক রাকাআতে তিবার সূরা কদর, বা সাতবার সূরা ইখলাস! নাহ, এমন করা চলবে না; বরং প্রাত্যহিক নফল সালাতের মতোই নফল সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, হাদিসে বর্ণিত জিকির-আজকার, তাসবিহ তাহলিল ও ইস্তিগফার করতে হবে।

অনেক সময় দেখা যায়—ইবাদতের ব্যাপক আনিুষ্ঠানিকতা বা আয়োজন করতে গিয়ে মূল ইবাদাতের সুযোগ পাওয়া যায় না। এটা শয়তানের চক্রান্ত। কুরআনে বলা হয়েছে—শয়তান তাদের কাজকে সজ্জিত করে দেয়..

---

[৩৯] *সহিহ বুখারি*, হাদিস সংখ্যা ১৯০১

[৪০] *সুনানু ইবনি মাজাহ*, হাদিস সংখ্যা ১৬৪৪। শাইখ আলবানি বলেন—হাদিসটি হাসান।

এবার আমরা কয়েকটি সহজ পাঠ্য, অথচ অফুরন্ত ফজিলতপূর্ণ দুআ ও জিকির উল্লেখ করবো; যা রামাদান ও রামাদানের বাইরে, কাজের ফাঁকে, অবসরে, সকাল-সন্ধ্যার নির্ধারিত আজকারের পাশাপাশি আমল করতে পারবেন।

নবীজির শেখানো একটি দুআ

লাইলাতুল কদরে নির্ধারিত একটি দুআ হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি। বাকি সারা রাতের আমলের ব্যাপারে সকলে স্বাধীন। যেমনটি ইতোমধ্যে আমরা আলোচনা করলাম। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি যদি কদরের রাত পেয়ে যাই তবে তাতে কী বলবো? তিনি বলেন, তুমি বলবে—

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

> হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমাকারী, আপনি ক্ষমা করতেই ভালোবাসেন। অতএব, আমাকে ক্ষমা করে দেন।[৪১]

আমরা পরামর্শমূলক সংক্ষিপ্ত পরিসরে এখানে কয়েকটি দুআ উল্লেখ করছি —এ রাতে ছাড়াও আজীবন এ-সকল দুআ পাঠে অভ্যস্ত হওয়া কাম্য।

ক্ষমা চাওয়ার শ্রেষ্ঠ দুআ—সায়্যিদুল ইসতিগফার

ফজিলত : সহিহ হাদিসের ভাষ্যমতে, যে ব্যক্তি সকালবেলা অথবা সন্ধ্যাবেলা 'সায়্যিদুল ইসতিগফার' অর্থ বুঝে দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে পড়বে, সে ওই দিন রাতে বা দিনে মারা গেলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।[৪২] ইসতিগফারটি হলো—

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

> হে আল্লাহ, আপনি আমার প্রতিপালক, আপনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দা। আর আমি আমার সাধ্য মতো আপনার (তাউহিদের)

---

[৪১] দুআর উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুউয়্যুন, তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী। *জামি আত-তিরমিজি,* হাদিস-সংখ্যা : ৩৫১৩; *সুনানু ইবনি মাজাহ,* হাদিস-সংখ্যা : ৩৫১৩

[৪২] *সহিহ বুখারি,* হাদিস-সংখ্যা : ৬৩০৬

অঙ্গীকার ও (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতির ওপর রয়েছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আপনি আমাকে আপনার যে নিয়ামত দিয়েছেন তা আমি স্বীকার করছি, আর আমি স্বীকার করছি আমার অপরাধ। অতএব আপনি আমাকে মাফ করুন। নিশ্চয় আপনি ছাড়া আর কেউ গুনাহসমূহ মাফ করে না।[৪৩]

এই রাতে হাজার হাজার সাওয়াব

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের বলেন, তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন এক হাজার সাওয়াব অর্জন করতে পারবে না?

একজন সাহাবি একজন প্রশ্ন করে বলল, আমাদের মাঝের কেউ কী করে এক হাজার সাওয়াব অর্জন করতে পারে?

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

> যে ব্যক্তি ১০০ বার سُبْحَانَ اللهِ ['সুবহা-নাল্লা-হ'] বলবে, তার জন্য এক হাজার সাওয়াব লেখা হবে অথবা তার এক হাজার পাপ মুছে ফেলা হবে।[৪৪]

আজ রাতেই মুছে ফেলুন সব পাপ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> যে ব্যক্তি দৈনিক ১০০ বার سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ['সুবহানাল্লা-হি ওয়াবিহামদিহী'] 'আমি আল্লাহর সপ্রশংসা পবিত্রতা ঘোষণা করছি' বলবে, তার গুনাহসমূহ মুছে ফেলা হয়, যদিও তা (পরিমাণে) সাগরের ফেনা রাশির সমান হয়ে থাকে।'[৪৫]

---

[৪৩] দুআর উচ্চারণ : 'আল্লা-হুম্মা আনতা রব্বি লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খালাক্বতানি ওয়া আনা 'আবদুকা, ওয়া আনা 'আলা 'আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাতা'তু। আ'উযু বিকা মিন শাররি মা সানা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা, ওয়া আবূউ বিযাম্বী। ফাগফির লী, ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা।'

[৪৪] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস-সংখ্যা : ২৬৯৮

[৪৫] *সহিহ বুখারি*, হাদিস-সংখ্যা : ৬৪০৫; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস-সংখ্যা : ২৬৯১

তৃতীয় অধ্যায়

রামাদানের মাসায়িল

সিয়াম (রোজা) কী?

সুবেহ সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সিয়ামের নিয়তে পানাহার ও সহবাস হতে বিরত থাকাকে শরিয়তের পরিভাষায় সিয়াম (রোজা) বলে।

যাদের ওপর ফরজ

পবিত্র রামাদানের সিয়াম পাগল ও নাবালেগ ব্যতীত সকল মুসলিমের ওপর ফরজ।
শরয়ি ওজর ব্যতীত রামাদান মুবারকের সিয়াম না রাখা কারও জন্য জায়িজ নয়।

নিয়ত নিয়ে জরুরি কথা

সিয়ামের জন্য পানাহার-সহবাস ত্যাগ করা যেমন ফরজ, তেমনি নিয়ত করা ফরজ; কিন্তু নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা ফরজ নয়। শুধু কেউ যদি মনে মনে চিন্তা করে বা সংকল্প করে—'আমি আজ আল্লাহর নামে সিয়াম রাখবো' এবং সে পানাহার ও সহবাস না করে, তবেই তার সিয়াম হয়ে যাবে।

কিন্তু যদি কেউ মনের চিন্তা ও সংকল্পের সাথে সাথে মুখেও আরবি বা বাংলাতে নিয়ত উচ্চারণ করে নেয় 'আগামীকাল আল্লাহর নামে সিয়ামের নিয়ত করলাম' তবে তাও ভালো। তবে, যদি কেউ সারা দিন পানাহার না করে হয়তো ক্ষুধা লাগে নি বা অন্য কোনো কারণে পানাহারের সুযোগ-ই হয় নি এভাবে সিয়ামের নিয়ত না করা অবস্থায় সারা দিন কেটে যায় তবে তার সিয়াম যথার্থ হবে না। অবশ্য যদি দুপুরের আগে যে কোনো মুহূর্তে মনে মনেই সিয়ামের সংকল্প করে

নেয় তবে সিয়াম আদায় হয়ে যাবে। শরিয়তে সুবহে সাদিক থেকে সিয়াম শুরু হয়, কাজেই সুবহে সাদিক না হওয়া পর্যন্ত পানাহার ইত্যাদি সবকিছু করা যায়। দেখা যায়—অনেকে শেষ রাতে সাহরি খাওয়ার পর নিয়ত করার কারণে রাত থাকা সত্ত্বেও কিছু পানাহার বা স্ত্রী সম্ভাম করাকে নাজায়িজ মনে করে—এটা ভুল ধারণা। সুবেহ সাদিক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সব জায়িজ আছে। নিয়ত করুক বা না করুক তবে শুধু সুবহে সাদিক হওয়ার সন্দেহ হলে এসব না করাই শ্রেয়। পুরো রামাদানের জন্য একত্রে নিয়ত করা যথেষ্ট নয়; বরং প্রতিদিনের সিয়ামের নিয়ত পৃথক পৃথকভাবে করতে হবে। কারণ, প্রতিটি সিয়াম ভিন্ন ভিন্ন আমল (ইবাদাত)। আর প্রতিটি আমলের জন্যই নিয়ত করা জরুরি।

যেসব কারণে সিয়াম না রাখা জায়িজ

- যদি কেউ এমন রোগে আক্রান্ত হয় যে, সিয়াম রাখলে রোগ বৃদ্ধি পাবে আর রোগ দুরারোগ্য হয়ে যাবে অথবা প্রাণ চলে যাওয়ার আশংকা দেখা দেবে তার জন্য সিয়াম না রেখে আরোগ্যলাভের পর কাজা করা জায়িজ আছে। (তবে নিজের কাল্পনিক ওজর বা নিজের খেয়াল-খুশি মতো সিয়াম না রাখা জায়িজ হবে না; বরং যখন কোনো মুসলিম দ্বীনদার চিকিৎসক অভিমত দেবেন—'সিয়াম রাখলে তোমার চরম ক্ষতি হবে' তখনই কেবল সিয়াম না রাখা জায়িজ হবে।
- চিকিৎক বা কবিরাজ যদি অমুসলিম বা এমন মুসলমান হয়—যে শরিয়তের পরোয়া করে না, তবে তার কথায় সিয়াম ভাঙা যাবে না। যদি চিকিৎসক কিছু না বলে; কিন্তু রোগী নিজেই অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন হয় এবং লক্ষণাদী দ্বারা মনে স্থির বিশ্বাস জন্মে—এই রোগে সিয়াম রাখলে নিশ্চয়ই ক্ষতি হবে এবং মনে মনে এরূপ সাক্ষ্য দেয়। তাহলে সিয়াম ছাড়ার সুযোগ থাকবে। তবে মনে রাখতে হবে, কাল্পনিক ওজর ধর্তব্য নয়।
- যে ব্যক্তি নিজ বাড়ি থেকে ৪৮ মাইল বা ৭৮ কি. মি. সফর করে, তাকে মুসাফির বলে। মুসাফিরের জন্য সফরকালে সিয়াম না রেখে পরবর্তী সময়ে কাজা রাখার সুযোগ আছে। তবে যদি কষ্ট না হয় তাহলে সিয়াম রাখা ভালো।

যেসব কারণে সিয়াম রেখেও ভঙ্গ করার অবকাশ আছে

- সিয়াম পালনকারী যদি ভীষণ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, যার কারণে পানাহার বা ওষুধ সেবন না করলে জীবননাশের আশঙ্কা হয়; বা রোগ আরও বৃদ্ধি পেতে পারে তবে এরূপ অবস্থায় সিয়াম ভঙ্গ করা ও ওষুধ সেবন করা জায়িজ। যেমন—কেউ তীব্র পেটব্যথায় অস্থির হয়ে পড়ল অথবা, সাপে দংশন করল, অথবা প্রাণান্তকর ভীষণ পিপাসা লাগল যে, পানি পান না করলে জীবননাশের আশঙ্কা হয় তখন সিয়াম ভঙ্গ করা জায়িজ।
- গর্ভবতী নারীর নিজের বা তার গর্ভের সন্তানের প্রাণনাশের আশঙ্কা হলে সিয়াম ভঙ্গ করার সুযোগ আছে। (তবে গর্ভবতী নারী স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় সিয়াম ত্যাগ করবে না।)
- পিপাসায় কাতর হয়ে প্রাণনাশের আশঙ্কা হলেও সিয়াম ভঙ্গ করা যায়। তবে ইচ্ছাপূর্বক এমন কিছু করা—যার কারণে এতটুকু তৃষ্ণাকাতর হতে হয় তা চরম গুনাহের কাজ।

যেসব কাজ সিয়ামপালনকারীর জন্য মাকরুহ নয়

- অজু ছাড়া অন্য সময়ও রোজাদারদের জন্য কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া মাকরুহ নয়।
- সিয়াম অবস্থায় প্রয়োজনে জিহ্বা দ্বারা কোন কিছুর স্বাদ পরীক্ষা করা বা প্রয়োজনে বাচ্চাদের খাদ্য চিবানো মাকরুহ নয়। তবে সতর্ক থাকতে হবে, যেন খাবারের স্বাদ গলায় চলে না যায়।
- সিয়ামপালনকারীর জন্য সুরমা বা সুগন্ধি ব্যবহার করা মাকরুহ নয়। সিয়াম অবস্থায় টুথ পাউডার ইত্যাদি ছাড়া কাঁচা ডাল দ্বারা মেসাওয়াক করা মাকরুহ নয়। এতে সিয়ামের কোন ক্ষতিও হয় না; বরং অন্য সময়ের মতো সিয়াম অবস্থাতেও মেসাওয়াক করা সুন্নত।
- সিয়াম অবস্থায় বিকেলে এমনকি ইফতারের আগেও মেসাওয়াক করা মাকরুহ নয়। হাসান রাহিমাহুল্লাহকে সিয়াম অবস্থায় দিনের শেষে মেসাওয়াক করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সিয়াম অবস্থায় দিনের শেষে মেসাওয়াক করতে কোন অসুবিধা

নেই। মেসাওয়াক পবিত্রতার মাধ্যম। অতএব, দিনের শুরুতে এবং শেষেও মেসাওয়াক করা যাবে।

- গাছের কাঁচা ডাল কিংবা পানিতে ভেজানো ডালের স্বাদ মুখে অনুভূত হলেও তা দ্বারা মেসাওয়াক করা মাকরুহ নয়, বরং জায়িজ।

সিয়ামপালনকারীকে যা জানতে হবে

[যেসব কারণে সিয়াম ভাঙে না এবং যেসব কারণে ভাঙে ও কাজা কাফফারা ওয়াজিব হয়।]

- সিয়ামপালনকারী যদি সিয়াম রাখার পর সিয়ামের কথা ভুলে গিয়ে অসতর্কতাবশত কিছু পানাহার করে ফেলে কিংবা ভুলক্রমে স্বামী-স্ত্রী সঙ্গম ঘটে যায়; সিয়ামের কথা মোটেও স্মরণ না আসে তবে এতে সিয়াম ভঙ্গ হবে না, যদি ভুলবশত পেট ভরে পানাহার করে কিংবা ভুলে কয়েকবার পানাহার করে তবু সিয়াম ভঙ্গ হবে না। তবে স্বরণ আসার পর মোটেও পানাহার করা যাবেনা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দিতে হবে।
- সিয়ামপালনকারী দিনে ঘুমালে যদি স্বপ্নদোষ হয় অথবা, স্বপ্নে কিছু খেতে দেখে তবে সিয়াম ভঙ্গ হবে না।
- সিয়াম রেখে দিনের বেলায় সুরমা বা তেল লাগানো অথবা পারফিউমের ঘ্রাণ নেওয়া জায়িজ। এমনকি সুরমা লাগালে যদি থুথু কিংবা শিকনিতে সুরমার রং দেখা যায় তবুও সিয়াম ভঙ্গ হবে না, এমনকি মাকরুহ হয় না।
- সিয়াম রেখে দিনের বেলায় স্বামী-স্ত্রীর এক সঙ্গে শোয়া, একে অপরেকে স্পর্শ করা বা আদর-সোহাগ করা সবই জায়িজ। তবে নিজেদের কন্ট্রোল না করতে পারলে এসব থেকে বিরত থাকতে হবে।
- সিয়ামপালনকারী অনিচ্ছায় খাদ্যনালরি ভেতরে মশা-মাছি, ধোঁয়া বা ধুলো গেলে সিয়াম ভঙ্গ হয় না। তবে ইচ্ছাকৃত করলে সিয়াম ভেঙ্গে যাবে।
- বিড়ি-সিগারেট, আগরবাতি, হুক্কা বা এজাতীয় নেশাজাত কোন দ্রব্য জ্বালিয়ে ধোঁয়া গ্রহণ করলে সিয়াম ভঙ্গ হবে। তবে ধোঁয়াহীন

আতর, কেউড়ার পানি, গোলাপ পানি বা এজাতীয় সুঘ্রাণ গ্রহণ করাতে সমস্যা নেই। এসবে সিয়াম ভঙ্গ হবে না।

- আপন মুখের থুথু যত বেশীই হোক গিলে ফেললে সিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না। অনুরূপ নাকের শিকনি জোরে টানার কারণে গলার ভেতরে চলে গেলেও সিয়াম নষ্ট হবে না। তবে নিজের থুথু মুখ থেকে বাহির হওয়ার পর অথবা, অন্যের থুথু বা শিকনি নিজের গলায় প্রবেশ করলে সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে।
- একটি ছোলা-বুটের পরিমাণ কোন খাদ্যদ্রব্য দাঁতের ফাঁকে, বা মুখের মাঝে আটকে থাকে- সুবহে সাদিকের পর যদি তা গালের মধ্য থেকেই গিলে ফেলে তাহলে সিয়ামের সমস্যা হবে না। তবে যদি মুখ থেকে বের করে তারপর আবার মুখে নিয়ে গিলে ফেলে। অথবা বাইরের কোন খাদ্যদ্রব্য (ছোলা-বুটের চেয়ে ছোটো পরিমাণ) গিলে ফেলে তাহলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে।
- গোসল ফরজ হওয়ার পর দীর্ঘসময় গোসল না করলে (নাপাক থাকলে) সিয়ামের কোন ক্ষতি হয় না। অবশ্য অপবিত্রবস্থায় সালাত আদায় করা জায়িজ নেই।
- সিয়ামপালনকারীর অনিচ্ছায় বমি হলে (কম বা বেশি হোক) সিয়ামের সমস্যা হবে না। কিন্তু ইচ্ছাকৃত মুখভরে বমি করলে সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে; অল্প পরিমাণে সিয়াম নষ্ট হবে না।
- বমি হওয়ার সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে গলায় ফিরে গেলে সিয়ামের সমস্যা হয় না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে সামান্য পরিমাণ বমি গিলে ফেললেও সিয়াম ভেঙ্গে যাবে।
- সিয়াম রেখে দিনের বেলা স্ত্রী-সহবাস করলে (বীর্যপাত হোক বা না হোক) উভয়ের সিয়াম ভেঙ্গে যাবে। কাজা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে।
- যেসব বস্তু মানুষ খাদ্যরূপে গ্রহণ করে না। যেমন: কংকর, ইট-বালু-মাটি এমন কিছু গিলে ফেললে সিয়াম ভঙ্গ হবে বটে, কিন্তু কাফফারা দিতে হবে না।
- সিয়াম রেখে গাছের কাঁচা ডাল, শাখা বা মূল দ্বারা মেসাওয়াক করাতে কোন সমস্যা নেই। যদিও মুখে কাঁচা গাছের স্বাদ অনুভূত

হয়। অনুরূপভাবে সিয়াম রেখে লবণাক্ত পানিতে ওজু-গোসল করাতে সমস্যা নেই।

- মুখ থেকে বের হওয়া রক্ত থুথুর সঙ্গে গিলে ফেললে সিয়াম ভেঙ্গে যাবে। তবে রক্তের পরিমাণ যদি থুথুর চেয়ে কম হয় এবং রক্তের স্বাদ অনুভূত না হয় —তাহলে সিয়ামের কোন সমস্যা হবে না।
- কোন কারণে সিয়াম ভঙ্গ হলে সারাদিন পানাহার না করে (অভূক্ত) কাটানো ওয়াজিব হবে। জনসম্মুখে কোন কিছু পানাহার করা বড়ই লজ্জার কাজ।

যেসব কারণে শুধু কাজা করতে হয়

- সিয়াম অবস্থায় হায়েয বা নেফাস শুরু হলে সিয়াম ভেঙ্গে যাবে। পরে তা কাজা করতে হবে।
- অযু বা গোসলের সময় সিয়ামের কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে গলার ভেতর পানি চলে গেলে সিয়াম ভেঙ্গে যাবে। তাই সিয়াম অবস্থায় অযু-গোসলের সময় নাকের নরম স্থানে পানি পৌঁছানো এবং গড়গড়াসহ কুলি করবে না।
- হস্তমৈথুনে বীর্যপাত হলে সিয়াম ভেঙ্গে যাবে। আর এটা যে ভয়াবহ গুনাহের কাজ তা বলাই বাহুল্য। তবে শুধু যৌন চিন্তার কারণে বীর্যপাত হলে সিয়াম ভঙ্গ হবে না। তবে এ কথা বলাই বাহুল্য যে, সব ধরনের কুচিন্তা তো এমনিতেই গুনাহ আর সিয়ামের হালতে তো আরও বড় অপরাধ।
- কামভাবের সাথে কোনো মহিলার দিকে তাকানোর ফলে কোনো ক্রিয়া-কর্ম ছাড়াই বীর্যপাত হলে সিয়াম ভাঙ্গবে না। তবে সিয়াম অবস্থায় স্ত্রীর দিকেও এমন দৃষ্টি দেওয়া অনুচিত। আর অপাত্রে কু-দৃষ্টি তো গুনাহ। যা সিয়াম অবস্থায় আরও ভয়াবহ। এতে ঐ ব্যক্তি সিয়ামের ফযীলত ও বরকত থেকে মাহরুম হয়ে যায়।
- নাকে ওষুধ বা পানি দিলে তা যদি গলার ভেতরে চলে যায় তাহলে সিয়াম ভেঙ্গে যাবে এবং কাজা করতে হবে।
- মলদ্বারের ভেতর ওষুধ বা পানি ইত্যাদি গেলে সিয়াম ভেঙ্গে যাবে। সুবহে সাদিকের পর সাহরির সময় আছে ভেবে পানাহার বা স্ত্রীসঙ্গম করলে সিয়াম ভেঙ্গে যাবে। তেমনি ইফতারির সময়

হয়ে গেছে ভেবে সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করে নিলে সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে।

সাহরি ও ইফতার

সিয়াম রাখার উদ্দেশ্যে শেষ রাতে যা কিছু পানাহার করা হয় তাকে 'সাহরি' বলে। সহরি করা সুন্নত। কম-হোক বেশি হোক সাহরির সময়ে পানাহর করলে সুন্নাহ আদায় হয়ে যাবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

'তোমরা সাহরি খাও। কেননা, সাহরিতে বরকত রয়েছে।'[৪৬]

অনুরূপভাবে সিয়াম শেষ করার উদ্দেশ্যে পানাহার করাকে 'ইফতার' বলে। সময় হওয়ার সাথে কালবিলম্ব না করে দ্রুত ইফতার করা সুন্নাত। হাদিসে বলা হয়েছে—

> যতদিন মানুষ দেরি না করে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করবে ততদিন তারা কল্যাণের ওপর থাকবে।[৪৭]

খেজুর দ্বারা ইফতার করা মুসতাহাব। খেজুর না পেলে পানি দ্বারা ইফতার করবে। আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> যার কাছে খেজুর আছে সে খেজুর দ্বারা ইফতার করবে। খেজুর না পেলে পানি দ্বারা ইফতার করবে। কেননা, পানি হলো পবিত্র।[৪৮]

কাফফারা

রামাদান মাসে সিয়াম রাখার পর তা ভেঙ্গে ফেললে একটানা দুইমাস [৬০টি] সিয়াম রাখা হলো সিয়ামের কাফফারা। কাফফারার সিয়াম একটানা রাখতে হবে, কিছু দিন কিছু দিন করে রাখা জায়িজ নেই। বরং ৬০ দিনের মাঝে ঘটনাক্রমে দু'একদিন বাদ পড়লেও পুনরায় একটানা ৬০ টি পূরণ করতে হবে। অবশ্য

---

[৪৬] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস সংখ্যা : ২৪৩৯
[৪৭] *সহিহ বুখারি*, হাদিস সংখ্যা : ১৯৫৭
[৪৮] *জামি তিরমিজি*, হাদিস সংখ্যা : ৬৯৪

নারীদের হায়েয আসলে সেদিন গুলো বাদ যাবে। যে দিন পাক হবে সেদিন (পরদিন) থেকে আবার সিয়াম রাখা শুরু করতে হবে।

যে ব্যক্তি কাফফারার সিয়াম রাখতে অক্ষম, সে ৬০ জন মিসকিনকে সকাল-সন্ধ্যা (দুইবেলা) পেটপুরে খাবার খাওয়াবে।

অবশ্য খাবারের পরিবর্তে তার মূল্য প্রদান করারও সুযোগ আছে। একজনকে ৬০ দিন, ৬০ বার একটি 'ফিতরা' পরিমাণ টাকা দেওয়ারও সুযোগ আছে।

মনে রাখতে হবে, কোন মিসকিনকে পরিমাণে একজনের সাদাকতুল ফিতরার কম দিলে কাফফারা আদায় হবে না।

ফিদইয়া

শরিয়তসম্মত কোন ওজরের কারণে সালাত বা সিয়াম আদায় না করতে পারলে তার পরিবর্তে যে সদকা দেওয়া হয় তাকে 'ফিদইয়া' বলে।

ফিদইয়ার পরিমাণ

যে ব্যক্তি অতিশয় বৃদ্ধ বা দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হওয়ায় সিয়াম রাখার শক্তি রাখে না, সে ব্যক্তি শরিয়তের বিধান অনুসারে প্রত্যেক সিয়ামের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে দু'বেলা পেটপুরে খাওয়াবে। অথবা, একটি সিয়ামের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে একটি 'ফিতরা' পরিমাণ খাদ্য-শস্য দেবে। খাদ্য-শস্যের পরিবর্তে একজনকে সমপরিমাণ মূল্য প্রদানেরও সুযোগ আছে।

একটি সিয়ামের ফিদইয়া একজন মিসকিনকে দেওয়া উত্তম। তবে কয়েকজনকে ভাগ করেও দেওয়ার অবকাশ আছে।

ফিতরা

রামাদানের রহমত ও বরকত লাভ, সিয়াম পালন এবং অন্যান্য ইবাদাতে অংশগ্রহণের আনন্দ প্রকাশের জন্য নিজ ও পরিবারের পক্ষ থেকে যে সাদাকা প্রদান করা হয় তাকে 'ফিতরা' বলে।

ফিতরার পরিমাণ আরবি 'নিসফু সা', যা বর্তমানে ১.৬০০ কিলোগ্রাম (প্রায়)। এই ওজনের গম, কিসমিস, খেজুর বা বার্লির যে কোনো একপ্রকার প্রদান করা। অথবা, তার সমমূল্য ঈদের দিন সকালে (ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে) দান করা।

কাজা সিয়ামের বিধান

কোনো কারণবশত রামাদানের সিয়াম পালন না করতে পারলে রামাদানের পর যত শীঘ্র সম্ভব, তার কাজা আদায় করবে, বিলম্ব করবে না। বিনা কারণে কাজা সিয়াম আদায়ে বিলম্ব করা গুনাহ।

কাজা সিয়াম রাখার সময় 'অমুক দিনের অমুক তারিখের সিয়ামের কাজা করেছি'—এরূপ দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করে নিয়ত করা জরুরি নয়; শুধু যে কয়টি সিয়াম কাজা হয়েছে সে কয়টি রাখলেই যথেষ্ট হবে।

কিন্তু যদি দুই রামাদানের কাজা সিয়াম একত্র হয়ে যায়, তখন নির্দিষ্ট করে নিয়ত করতে হবে যে, আজ অমুক বছরে রামাদানের সিয়ামের কাজা আদায় করছি।

কাজা সিয়ামের জন্য রাতেই নিয়ত করা আবশ্যক। সুবহে সাদিকের পরে কাজা সিয়ামের নিয়ত করলে আদায় হবে না। সুবেহ সাদিকের পর নিয়ত করে কাজা সিয়াম রাখলে সেটা যেন নফল হবে, কাজা সিয়াম পুনরায় রাখতে হবে।

শাউয়ালের ছয় সিয়াম

রামাদানের সাথেই শাউয়ালের ছয় সিয়ামের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। হাদিস থেকে বিষয়টি আমরা জানতে পারি; আবু আইয়্যুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

> রামাদানের সিয়াম পালন করে এরপর শাউয়াল মাসে ছয়দিন সিয়াম পালন করা সারা বছর সাউম পালন করার মতো।[৫১]

সমাপ্ত

نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

---

[৫১] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস-সংখ্যা : ২৬৪৮

পুরো একটা বছর তৃষ্ণাতুর অপেক্ষা পর আবার ফিরে আসে রামাদান। একজন মুসলিম দীর্ঘ এগারোটি মাস অপেক্ষা করতে থাকেন, কবে আসবে ইবাদাতের সোনাঝরা মৌসুম। কবে আসবে রহমতের বারিধারায় সিক্ত রামাদান!

কিন্তু বাস্তবতা আমাদের খুবই কষ্টের, এই অসামান্য অপেক্ষা-তৃষ্ণার পর যখন রামাদান উপস্থিত হয় আমাদের মাঝে, আমরা ঠিক কীভাবে কী করবো, বুঝে উঠতে পারি না। সামান্য সময় বের করে একটি প্লান না করার কারণে ইবাদাতে আমরা পূর্ণতা আনতে পারি না। এই দুঃখবোধ আমাদে কুরে কুরে খেতে থাকে।

দীর্ঘ অনুশোচনাবোধ আর ইবাদাতহীন রামাদানের হতাশা থেকে মুক্তি পেতে তাই তৈরি করা হয়েছে এবারের 'রামাদান ম্যানুয়াল'। আমরা কীভাবে আমাদের রামাদানকে ইবাদাতের স্বর্ণমৌসুম বানাতে পারি, কীভাবে রামাদানকে বানাতে পারি আল্লাহপ্রাপ্তির অসামান্য উপহারে, তারই নির্দেশিকা এই 'রামাদান ম্যানুয়াল'। বইটি আপনাকে উজ্জীবিত করবে, পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথ দেখাবে, এই আমাদের বিশ্বাস।